



246660 - যবে দুধরে মধ্যবে লচেথিনি রয়ছেবে সে দুধরে হুকুম কী?

প্রশ্ন

আমি জানতে চাই, নডিও পাউডার দুধ খাওয়া কি হালাল? উল্লেখ্য, এই দুধরে উৎপাদন উপাদানের মধ্যবে সয়াবনি লচেথিনি (Lecithin)। আমি লচেথিনি সম্পর্কে তথ্য সন্ধান করে জানতে পরেছি যে, এটি এমন একটা উপাদান যা খাদ্য তরীতে ব্যবহার করা হয়; যাবে করে খাদ্য তরীকালে পানি থেকে চর্বি আলাদা হয়ে যাওয়া রোধ করা যায়। লচেথিনি অনেকে উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়। এর মধ্যবে সয়াবনিও রয়ছেবে। উৎপাদন উপাদানের উৎস ঘোষণা করার দায়িত্ব কোম্পানীর। যদি তারা শুধু লচেথিনি লখে তাহলে এই লচেথিনিরে উৎস সন্দেহপূর্ণ। আর যদি সয়াবনি লচেথিনি লখে তাহলে সেটা হালাল।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

সারকথা:

উল্লেখিত দুধ

খতে কোন

আপত্তি নাই। এক্ষেত্রে

কুমন্ত্রণা

দয়ের কোন

কারণ নাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রশ্নবে যে দুধরে কথা উল্লেখ করা হয়েছে কোন মুসলমানরে জন্ম সে দুধ কিংবা সে জাতীয় অন্য যে কোন দুধ খতে কোন বাধা নাই। ঐ দুধগুলোর উৎপাদন উপাদান সম্পর্কে জানা না-থাকলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ও বিস্তারিত জানাও আবশ্যকীয় নয়।

আমি যদি ধরে নহি যে, সেগুলোর মধ্যবে এমন উপাদান আছে যা আমরা জানি না সেক্ষেত্রে এর হুকুম আমাদের উপর বর্তাবে না। কোননা কোন কিছু অজ্ঞাত থাকা সেটা না-থাকার পরায়ভুক্ত। যদি খাদ্য সম্পর্কে বিস্তারিত খুঁটনিটি জানা আবশ্যক হত তাহলে কাফেরদের খাদ্যরে ক্ষেত্রে এমন শর্ত করা হত। যখন আমাদেরকে সে নির্দেশে দয়া হয়নি; অথচ অন্যরে খাদ্য



থেকে উপকৃত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সর্বব্যাপী বদ্যমান। এর থেকে জানা গলে যে, শরিয়ত এটি চাচ্ছে না; বরং জিজ্ঞাসা করা শরিয়ত সম্মত নয়।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসে করা হয়:

চজি তরী করা হয় এঞ্জাইম (রনেটে) থেকে। এ সকল চজি খাওয়া কি বধৈ হবে? কনেনা রনেটে এমন সব গরু ও গরু বাছুর থেকে সংগ্রহ করা হয় যগেলোকৈ শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে জবাই করা হয়নি?

জবাবে তাঁরা বলনে: আপনাদরে এ সকল চজি খতে কোন অসুবিধা নহৈ। এ সকল চজি ব্যবহৃত রনেটে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও আপনাদরে জন্য জরুরী নয়। কারণ সাহায্যে কেরোমরে যামানা থেকে মুসলমানরো কাফরেদরে তরীকৃত চজি খয়ে আসছে; তখন কটে সসেবরে উৎস নিয়ে প্রশ্ন তোলনে।[স্থায়ী কমটির ফতোয়া (২২/২৬৩-২৬৪) সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে আমাদরে জন্য যা কিছু সৃষ্টি করছেন মূল বধিন হচ্ছ- এগুলো সব আমাদরে জন্য হালাল। দললি হচ্ছ আল্লাহর বাণী: “পৃথিবীতে যা কিছু আছে তনি সে সবকিছু তোমাদরে জন্য সৃষ্টি করছেন।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৯] সুতরাং কটে যদি দাবী করে যে, অমুক জনিসি নাপাকরি কারণে হারাম তাহলে সে ব্যক্তিকে দললি পশে করতে হবে।

“আর আমরা যে, সব সন্দেহ-সংশয় ও সকল কথাকে বশ্বাস করব এটারও পক্ষ্যেও কোন দললি নহৈ।”[লকিউল বাব আল-মাফতুহ (১৩/২০)]

দুই:

বাজারে যে দুধগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সম্পর্কে যসেব কথা ছড়ানো হচ্ছ যে, এগুলোর উৎপাদন উপকরণে হারাম বস্তু আছে কিংবা সন্দেহপূর্ণ বস্তু আছে ইত্যাদি সে সব কথায় কান না দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কনেনা এসব উপাদান যদি উদ্ভদি শ্রণীর হয় তাহলে সটো জায়গে হওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি নহৈ। আর যদি সসেব উপাদানের উৎস হয় কোন বশ্বিষে প্রাণী: তাহলে হয়তো সে প্রাণী হালাল ও জবাইকৃত প্রাণী হবে কিংবা মৃত প্রাণী হবে। যদি এ প্রাণীটি হালাল শ্রণীর প্রাণী হয় এবং এমন কোন দশে থেকে আসে যাদরে জবাই খাওয়া হালাল তাহলে তো এসব উপাদানও হালাল; এতে কোন আপত্তি নহৈ। আর যদি এমন কোন প্রাণী হয় যে প্রাণীর গশেত খাওয়া হারাম কিংবা এমন দশে থেকে আসে যাদরে জবাই খাওয়া হারাম সক্ষেত্রেও এসব উপাদান হালাল। কনেনা সক্ষেত্রেও এসব উপাদানের দুইটি অবস্থা হতে পারে:

- কারণ উক্ত উপাদান অন্য ক্যামকিলেরে সাথে মশ্বিতি হয়ে এর মটৌকিত্ব হারিয়ে সম্পূর্ণরূপে অন্য উপাদানে পরিণত হয়েছে।



- কংবা উক্ৰ উপাদান ব্যবহৃত হয়ে এর অস্ৰত্ৰিব নঃশষে হয়ে গেছে; এর কোন প্রভাব দুধরে মধ্যে নহে।

ইতপূর্বে এক প্রশ্নরে জবাবে আমরা বলছে য়ে, লচেথিনি, কলেস্ৰেটরেল কংবা এ জাতীয় অন্যান্য পদার্থ যগেলোকে অপবত্র উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয় সগেলো খাদ্যে ও ঔষধে ব্যবহার করা জায়যে; যদি সয়ে উপাদানরে পরিমাণ নতিন্ত কম হয় এবং সগেলোকে অন্য হালাল উপাদানরে সাথে ব্যবহার করা হয়।

আল্লাহই ভাল জাননে